মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে চ্যাংরাবান্ধায় শীঘ্রই অতিথিশালা বানাতে চায় এনবিডিডি

চ্যাংরাবান্ধা, ১১ জুলাই ঃ বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকেন্দ্র চ্যাংরাবান্ধায় আধুনিক অতিথিশালা তৈরি করতে উদ্যোগী হল রাজ্য সরকার। মঙ্গলবার চ্যাংরাবান্ধায় প্রশাসনিক বৈঠকে এসে অতিথিশালা তৈরির জন্য উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রীকে নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতর (এনবিডিডি) শীঘ্রই এই কাজ শুরু করতে চায়। প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'চ্যাংরাবান্ধা একটি গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত বন্দর। প্রতিদিন দেশ-বিদেশের বহু মানুষ চ্যাংরাবান্ধা হয়ে ভারত-বাংলাদেশে যাতায়াত করেন। কিন্তু এখানে রাত্রিবাসের জন্য কোনো অতিথিশালা নেই।'

মুখ্যমন্ত্রী জানান, এখানে রাত্রিবাসের ব্যবস্থা থাকলে তিনিও এখানে এদিন থাকতে পারতেন। এ জন্য উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রীকে একটি আধুনিক অতিথিশালা নির্মাণের নির্দেশ দেন। বুধবার উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ জানান, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মেনে চ্যাংরাবান্ধায় সরকারি অতিথিশালা নির্মাণে উদ্যোগী হচ্ছেন তাঁরা।

> মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মেনে চ্যাংরাবান্ধায় সরকারি অতিথিশালা নির্মাণে উদ্যোগী হচ্ছেন তাঁরা। এজন্য খুব তাড়াতাড়ি চ্যাংরাবান্ধায় যাব। শীঘ্রই কাজ শুরু করতে চাই।
>
> *–রবীন্দ্রনাথ ঘোষ,* উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী

এজন্য খুব তাড়াতাড়ি চ্যাংরাবান্ধায় যাব। শীঘ্রই কাজ শুরু করতে চাই।এছাড়া সীমান্ত এলাকার সৌন্দর্যায়ন ও উন্নয়নে তৎপর হতে চ্যাংরাবান্ধা উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক অর্ঘ্য রায়প্রধানকেও নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। চ্যাংরাবান্ধা সহ মেখলিগঞ্জ ব্লক ও হলদিবাড়ি ব্লকের উন্নয়নে বেশকিছু প্রকল্পের কাজও দ্রুত শুরু করার নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রী দিয়েছেন বলে চ্যাংরাবান্ধা উন্নয়ন পর্ষদ সূত্রে জানা গিয়েছে। অন্যদিকে, চ্যাংরাবান্ধা সহ সীমান্ত এলাকার উন্নয়নে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে খুশি বিভিন্ন সংগঠন। সামাজিক সংগঠন সৃজনের সম্পাদক সুনির্মল গুহ, চ্যাংরাবান্ধা উন্নয়ন জাগরণ কমিটির যুগ্ম সম্পাদক বিধান সাহা ও মিতুল সাহা, চ্যাংরাবান্ধা নাগরিক মঞ্চের রণজিৎ কুর্মি, রানা গুহ প্রমুখ অতিথিশালা নির্মাণ সহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

চ্যাংরাবান্ধা এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মুলচাঁদ বুচ্চা, যুগ্ম সম্পাদক বিমলকুমার ঘোষ অভিযোগ করে বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মেনে চ্যাংরাবান্ধায় এবার উন্নয়নের কাজ নিশ্চয়ই হবে।

এলাকার উন্নয়নের স্বার্থে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আরও কিছু দাবিদাওয়া সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য জেলা প্রশাসনের কাছে তাঁরা আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু প্রশাসন তাঁদের সেই সুযোগ দেয়নি। **–সংবাদ নিউজ সার্ভিস**

সংবর্ধনা দেওয়া হচ্ছে নন্দিতা বর্মনকে। ছবি ঃ বিশ্বজিৎ সাহা

দুই কৃতীকে সংবর্ধনা

শীতলকুচি, ১১ জুলাই ঃ বুধবার শীতলকুচির অভাবী-মেধাবী উচ্চমাধ্যমিকের দুই কৃতী ছাত্রীকে সংবর্ধনা দিল তাদের স্কুল। এ বছর উচ্চমাধ্যমিকে রাজ্যে দশম স্থানাধিকারী অভাবী-মেধাবী নন্দিতা বর্মনকে স্কুলেই আনুষ্ঠানিক সংবর্ধনা দিল গোঁসাইরহাট হাইস্কুল। গোঁসাইরহাট হাইস্কুলের কৃতী ছাত্রী নন্দিতা বর্মনকে এদিন স্কুলের পক্ষ থেকে উপহার, নগদ অর্থ প্রদানের পাশাপাশি আগামী ৩ বছর নন্দিতার উচ্চশিক্ষার জন্য প্রতি মাসে তাকে আড়াই হাজার টাকা করে প্রদানের কথা ঘোষণা করে স্কুল কর্তৃপক্ষ। গোঁসাইরহাট হাইস্কুলের সহকারী শিক্ষক দীপক বর্মন জানান, নন্দিতার সহপাঠীরাও এদিন উপহারে ভরিয়ে দেয় নন্দিতাকে।

অপরদিকে, মহিষমুড়ি হাইস্কুলের অভাবী মেধাবী বনানী বর্মন এবছর উচ্চমাধ্যমিকে ৪৬০ নম্বর পেয়ে স্কুলের মুখ উজ্জ্বল করেছে। দিনমজুর বাবার মেয়ের সাফল্যে গর্বিত গোটা এলাকা। মহিষমুড়ি হাইস্কুলে এদিন সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে স্কুলের পক্ষ থেকে তার উচ্চশিক্ষার জন্য ১০ হাজার টাকা, উপহার ও পুষ্পস্তবক তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক দীপেশ দাস(?), শীতলকুচি পঞ্চায়েত সমিতির বিদায়ি সদস্য সুব্রতকুমার রায়, স্কুলের পরিচালন সমিতির সভাপতি রমেশচন্দ্র বর্মন প্রমুখ।–সংবাদ নিউজ সার্ভিস

বন্ধ হচ্ছে না বিদ্যুৎ চুরি

মাথাভাঙা ও নয়ারহাট, ১১ জুলাই ঃ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কড়া নজরদারি সত্ত্বেও বিদ্যুৎ চুরি কিছুতেই আটকানো যাচ্ছে না। মাথাভাঙা শহর সহ মাথাভাঙা-১ ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে বিদ্যুৎ চুরির অভিযোগ উঠছে। এবার মিটার থাকা সত্ত্বেও চুরি করে বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ নেওয়ার অভিযোগ উঠল সংশ্লিষ্ট ব্লকের পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের নগর মাথাভাঙা এলাকার এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। ঘটনার বিবরণ জানিয়ে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ওই ব্যক্তির নামে মাথাভাঙা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানির মাথাভাঙা শাখা।

দপ্তরের মাথাভাঙা শাখার সহকারী বাস্তুকার তথা স্টেশন ম্যানেজার মহবুল হোসেন বুধবার এ খবর জানান। তাঁর অভিযোগ, ওই ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যুৎ চুরি করে আসছিলেন। এর ফলে দপ্তরের মোটা অঙ্কের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কোচবিহার আঞ্চলিক অফিসের এক আধিকারিক সহ তাঁর দপ্তরের আরও কয়েকজন কর্মীকে সঙ্গে নিয়ে ওই এলাকায় অতর্কিতে হানা দিলে চুরির বিষয়টি ধরা পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। পরে বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ এর ১৩৫/১বি ধারায় পুলিশে অভিযোগ দায়ের করা হয়। স্টেশন ম্যানেজার বলেন, বিদ্যুৎ চুরি রুখতে তাঁর দপ্তর ধারাবাহিক অভিযান চালাচ্ছে। এর ফলে এলাকায় অবৈধ সংযোগ অনেকটাই কমেছে বলে তাঁর দাবি। ভবিষ্যতেও অভিযান জারি থাকবে জানিয়ে তিনি আরও বলেন, বিদ্যুৎ চুরি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তা সত্ত্বেও শুধুমাত্র সচেতনতার অভাবে সাধারণ মানুষের একাংশ এই কাজ করছেন। তাঁরা সচেতন হলেই বিদ্যুৎ চুরি পুরোপুরি ঠেকানো যাবে বলে তিনি আশাবাদী। বিদ্যুৎ চুরি বন্ধ হলে সরকারের রাজস্ব বাড়বে। পরিষেবার মানও বজায় থাকবে। এদিকে, অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে বলে মাথাভাঙা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।–সংবাদ নিউজ সার্ভিস

দুস্থ তিন পড়ুয়াকে সাহায্য

কোচবিহার, ১১ জুলাই ঃ রাজ্যের বিভিন্ন কলেজে ভরতিতে দুর্নীতি নিয়ে যখন উত্তপ্ত কলেজ চত্বর, তখন দুস্থ তিন ছাত্রের পাশে দাঁড়িয়ে নজির গড়লেন কোচবিহার ইন্দিরা(?) ইউনিভার্সিটি বিটি অ্যান্ড ইভনিং কলেজের পড়ুয়ারা। তিনজন দুস্থ ছাত্রের ভরতির সমস্ত খরচ এবং তাদের পাশে থাকার আশ্বাসও দিয়েছেন তাঁরা।

একদিকে ক্যানসারে আক্রান্ত মায়ের চিকিৎসা, অপরদিকে নিজের পড়াশোনার টাকা জোগাতে রীতিমতো হিমসিম অবস্থা অসীম দত্ত ও তার বাবার। বিষয়টি কলেজের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের গোচরে আনলে তারা অসীমের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। বুধবার কলেজের ইউনিয়ন রুমে অসীমের হাতে ভরতির জন্য ২ হাজার টাকা তুলে দেওয়া হয়। কলেজের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সহসভাপতি ষষ্ঠীকুমারদাস জানান, 'অসীমের বাড়ির অবস্থা খারাপ থাকায় ওর দুর্দিনে পাশে দাঁড়ানোর সুযোগ পেয়েছি। ভবিষ্যতেও ওর পাশে থাকব।'

কোচবিহার শহরের ১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা অসীম। বাবা প্লাইউডের দোকানে কাজ করেন। মায়ের অসুস্থতার কারণে উচ্চমাধ্যমিকের পর অসীমের পড়াশোনা কার্যত বন্ধ হতে বসেছিল। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্যরা পাশে এসে দাঁড়ানোয় তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে অসীম জানায়, 'পাড়ার দাদাদের পাশাপাশি কলেজের দাদারাও পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। সে কারণেই কলেজে ভরতি হতে পারলাম। তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।'

শেষ শ্রদ্ধা আইসি-কে

দিনহাটা, ১১ জুলাই ঃ মঙ্গলবার চোখের জলে গার্ড অফ অনার দিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানানো হল আইসি জহরজ্যোতি রায়কে। বাসভূমি উত্তর ২৪ পরগনার মধ্যগ্রাম হলেও পরিবারের সম্মতিতে জেলা পুলিশ প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে দিনহাটাতেই শেষকৃত্য সম্পন্ন হল তাঁর। মঙ্গলবার রাত ১২টা নাগাদ দিনহাটা থানা চত্বরে আইসির মরদেহকে গার্ড অফ অনার দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন এসডিপিও খান বাহালে উমেশ গণপথ, দিনহাটা মহিলা থানার ওসি সোনম মাস্কেরি, সাহেবগঞ্জ থানার ওসি হেমন্ত শর্মা সহ পুলিশকর্মী, সিভিক ভলান্টিয়ার এবং সাধারণ মানুষ।

মঙ্গলবার সকালে আইসি জহরজ্যোতি রায় মুখ্যমন্ত্রীর চ্যাংরাবান্ধার জনসভায় যোগদানের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। হঠাৎ শারীরিক অসুস্থতার কারণে তাঁকে কোচবিহারের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর জেলা পুলিশ লাইনে আনা হয়। সেখানে গার্ড অফ অনার দেওয়া হয়। পরবর্তীতে রাতে মৃতদেহ দিনহাটা থানায় আনা হয়। পরিবারের লোকেদের উপস্থিতিতে থানায় গার্ড অফ অনার দিয়ে বড়নাচিনা শ্মশানে দেহ নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। ২০১৭সালের আগস্ট মাসে জহরজ্যোতিবাবু আইসি হিসেবে দিনহাটা থানায় কাজে যোগ দিয়েছিলেন। আইসির আকস্মিক এই প্রয়াণে দিনহাটা সহ জেলা পুলিশ এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

এদিকে, বুধবার অস্থায়ীভাবে দিনহাটা থানার আইসি-র দায়িত্ব নিয়েছেন প্রশান্ত রাই। প্রশান্তবাবু এর আগে কোচবিহার জেলার হোমগার্ডের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন।

বাইক চুরি, চাঞ্চল্য জটেশ্বরে

জটেশ্বর, ১১ জুলাই ঃ মার্কেট কমপ্লেক্সে সবজি বিক্রি করতে গিয়ে মোটর সাইকেল খোয়া গেল এক কৃষকের। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সকাল সাতটা নাগাদ জটেশ্বর বাজারে সদ্য চালু হওয়া মার্কেট কমপ্লেক্স চত্বরে। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, জটেশ্বরের হেদায়েতনগর এলাকার জনৈক অমল মণ্ডল এদিন সকাল সাড়ে ছয়টা নাগাদ নিজের মোটরবাইক নিয়ে জটেশ্বর মার্কেট কমপ্লেক্সে সবজি বিক্রি করতে যান। মোটরবাইকটি তিনি জটেশ্বর-১ গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ের সামনে রেখেছিলেন। ফিরে এসে মোটরবাইকটি দেখতে না পেয়েই পুলিশে অভিযোগ জানান অমলবাবু। এদিকে, মোটরবাইক চুরি যাওয়ার খবরে জটেশ্বর বাজারের মার্কেট কমপ্লেক্স চত্বরে নজরদারির দাবি জানিয়েছেন ব্যবসায়ী ও বাজারে আসা কৃষকরা। এ বিষয়ে জটেশ্বর ফাঁড়ির পুলিশ আধিকারিক গৌতম দাস বলেন, 'বুধবার সকালে একটি মোটরবাইক চুরি হয়েছে। ওখানে পুলিশি নজরদারি রয়েছে। নজরদারি জোরদার করা হবে। খোয়া যাওয়া মোটরবাইকটির খোঁজে তদন্ত চলছে।'

সাফাই অভিযান

দেওয়ানহাট, ১১ জুলাই ঃ জিরানপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার চাত্রাচেকাডরা বুথের বিজেপি কর্মীরা সাফাই অভিযানে শামিল হলেন বুধবার। এদিন তাঁরা দলবদ্ধভাবে স্থানীয় সুমিত্রা দেবী বালিকা বিদ্যালয়, বিদ্যালয়ের ছাত্রী আবাস চত্বরের আগাছা সাফ করেন। পাশাপাশি কীটপতঙ্গের বংশবিস্তার রোধে ব্লিচিং পাউডার ও কীটনাশক স্প্রে করা হয়। আগামীদিনেও এ জাতীয় কর্মসূচিতে শামিল হবার কথা জানান দলীয় কর্মীরা। – **সংবাদ নিউজ সার্ভিস**

হলদিবাড়ির নানা এলাকায় বৃষ্টির জল জমে দুর্ভোগ

হলদিবাড়ি, ১১ জুলাই ঃ নিকাশি ব্যবস্থার অভাবে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন হলদিবাড়ি শহরের বাসিন্দাদের একাংশ। ক্ষুব্ধ এলাকার বাসিন্দারা সুষ্ঠু নিকাশি ব্যবস্থা না থাকার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। এই নিয়ে সরব হয়েছেন তাঁরা। বুধবার সকালে হলদিবাড়ি শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে গিয়ে দেখা গেল, মঙ্গলবার রাতের বৃষ্টিতে জল থইথই করছে। হলদিবাড়ি থানা চত্বর সহ অনেকেরই বাড়িঘরে জল জমেছে। পাকা রাস্তায় জল জমে আছে। স্থানীয় রাজেন রায়, বাবুন ঘোষ ও দেবাশিস দাস জানান, শহরের প্রায় কোনো ওয়ার্ডে সুষ্ঠু নিকাশি ব্যবস্থা নেই। হাইড্রেনের অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। শহরের সর্বত্র নিকাশিনালা তৈরি করতে পারেনি পুর কর্তৃপক্ষ। যেসব নালা তৈরি করা হয়েছে তাও পরিকল্পনাহীন। শহরের ভূমির ঢাল উত্তর থেকে দক্ষিণে হলেও নিকাশিনালার ঢাল বিপরীত দিকে করা হয়েছে। ঠিকমতো জল বেরোচ্ছে না। পুরানো নালা ভেঙে পড়ে থাকলেও তা সারাইয়ের উদ্যোগ নেই বলেই অভিযোগ। এছাড়া অধিকাংশ নালা আগাছা ও আবর্জনায় পরিপূর্ণ। নিয়মিত সাফাই করা হয় না। সামান্য বৃষ্টিতেই শহরের বিভিন্ন এলাকায় জল জমে থাকে। দুর্ভোগে পড়েন বাসিন্দারা। স্থানীয়রা অভিযোগ করেন, মঙ্গলবার একরাতের বৃষ্টিতে থানা চত্বর, বাবুপাড়ার কিছু এলাকা, কলেজপাড়া, উত্তরপাড়া, পূর্বপাড়ার একাংশ, হাসপাতাল চত্বর এমনকি পুরসভার দপ্তরের সামনে জল জমে যায়।

জলনিকাশি ব্যবস্থা সম্পর্কে হলদিবাড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান শংকরকুমার দাস জানান, পূর্বতন কংগ্রেস বোর্ড অপরিকল্পিতভাবে নিকাশিনালা তৈরি করায় এই সমস্যা হয়েছে। তবে বর্তমান বোর্ড অনেক নতুন নিকাশিনালার নির্মাণকাজ শুরু করেছে। শহর লাগোয়া কোনো নদী বা জলাশয় না থাকায় পুর এলাকার জল বাইরে বের করার জায়গা নেই। নিকাশিনালার পরিষ্কারের কাজ চলছে।

হলদিবাড়ি থানার সামনে জমে আছে বৃষ্টির জল। ছবি ঃ অমিতকুমার রায়

দুই মহিলা সহ ৩ জনকে কোপানোয় অভিযুক্ত গ্রেফতার কানফাটায়

নয়ারহাট, ১১ জুলাই ঃ পুরোনো শত্রুতার জেরে একই পরিবারের দুই মহিলা সহ তিনজনকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানোর পাশাপাশি আরেক মহিলাকে মারধর করার অভিযোগ উঠল তাঁদেরই প্রতিবেশী উমেদ আলি মিয়াঁ নামে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার গভীর রাতের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কানফাটা এলাকায়। ঘটনায় জখম তিনজনকে রাতেই মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে ভরতি করা হয়। এদের মধ্যে দুজনকে বুধবার সকালে কোচবিহার এমজেএন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। এদিন বিকালে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে মাথাভাঙ্গা থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগ পেয়েই তৎপর হয়ে পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতারও করে। বৃহস্পতিবার তাকে কোর্টে তোলা হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

আক্রান্ত পরিবারের পক্ষে ফরিজা বিবি নামে এক মহিলার অভিযোগ, 'মঙ্গলবার গভীর রাতে শৌচকর্ম সারতে ঘর থেকে বের হতেই কলের পাড়ে লুকিয়ে থাকা ওই ব্যক্তি আমার শাশুড়ি ছকিনা বেওয়ার গলায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপ মারে। তাঁর চিৎকারে আমার ননদ হালিমা বিবি ঘর থেকে বের হয়ে শাশুড়িকে বাঁচাতে গেলে তাঁর পেটেও ছুরি মারা হয়। তাঁদের দুজনের চিৎকার শুনে আমি ও আমার স্বামী মফিজুল মিয়াঁ তাঁদের বাঁচাতে গেলে অভিযুক্ত ব্যক্তি আমাদেরও আক্রমণ করে। আমার স্বামীর পেটেও ছুরি চালিয়ে দেয়। আমাকে প্রচণ্ড মারধর করে। আমার ননদ ও স্বামী রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিয়ে লুটিয়ে পড়ে। আমাদের চিৎকারে প্রতিবেশীরা ঘটনাস্থলে জড়ো হন। অভিযুক্ত পালিয়ে যায়। প্রতিবেশীদের সহযোগিতায় স্বামী, শাশুড়ি ও ননদকে রাতেই মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে ভরতি করি। এদিন সকালে স্বামী ও ননদের শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাঁদের কোচবিহার এমজেএন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। বর্তমানে তাঁরা সেখানে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। শাশুড়িকে এদিনই হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।' পুরোনো শত্রুতার জেরেই ওই ব্যক্তি এই ধরনের নৃশংস কাণ্ড ঘটিয়েছে বলে তাঁর অভিযোগ। তদন্ত করে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি পুলিশের কাছে আর্জি জানিয়েছেন।

জানা যায়, অভিযুক্ত ব্যক্তি একজন দাগি আসামি। নিজের ভাইকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুন করার অপরাধে এর আগে ১২ বছর জেলও খেটেছে সে। কয়েক বছর আগে সে ছাড়া পেয়েছে।

মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার তাকে কোর্টে চালান করা হবে।

চ্যাংরাবান্ধায় ফের যানজট

চ্যাংরাবান্ধা, ১১ জুলাই ঃ মুখ্যমন্ত্রীর চ্যাংরাবান্ধা সফরের চব্বিশ ঘণ্টা না পেরোতেই পুরোনো অবস্থায় ফিরে এল চ্যাংরাবান্ধা স্থলবন্দর। স্থলবন্দরের যানজট সমস্যা বুধবার প্রকট হয়। সার্ক রোডের দুই ধারে পণ্যবাহী ট্রাকের লাইনও চোখে পড়ে। যানজটের পরে গন্তব্যস্থলে সঠিক সময়ে পৌঁছাতে সমস্যায় পড়তে হল অনেক মানুষকে।

মঙ্গলবার চ্যাংরাবান্ধায় প্রশাসনিক বৈঠক করতে আসেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার কয়েকদিন আগে থেকেই রাস্তাঘাট পরিষ্কার সহ যানজটমুক্ত করতে উদ্যোগী হয় প্রশাসন। মুখ্যমন্ত্রীর আসার একদিন আগে থেকেই যানজটমুক্ত রাস্তা চোখে পড়ে। কিন্তু কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানেই পুরোনো চিত্র ফিরে এল। এই নিয়ে অনেকেই অবশ্য এদিন প্রশাসনকে কটাক্ষও করেছেন।

সপ্তাহে তিনদিন ক্লাস হওয়ায় ক্ষুব্ধ হাসিমারা হিন্দি হাইস্কুলের পড়ুয়ারা

কালচিনি, ১১ জুলাই ঃ ছাত্রছাত্রীরা চাইছে সপ্তাহের প্রতিদিন ক্লাস হোক। কিন্তু স্কুল কর্তৃপক্ষ সপ্তাহে মাত্র তিনদিন ক্লাস করাচ্ছে। ফলে পঠনপাঠন ব্যাহত হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের। কালচিনি ব্লকের হাসিমারা হিন্দি হাইস্কুলের একাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের আরও অভিযোগ, স্কুলের প্রধান শিক্ষককে জানিয়ে সমস্যার সমাধান তো হয়নি, উপরন্তু স্কুলের প্রধান শিক্ষক তাদের ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নিয়ে অন্য স্কুলে চলে যেতে বলেছেন। বুধবার ওই স্কুলের একাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছে কালচিনির বিডিও-কে। তারা চাইছে নিয়মিত ক্লাস শুরু করতে ব্লক প্রশাসন দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করুক। অন্যদিকে, স্কুল কর্তৃপক্ষ স্কুলে শিক্ষকের অভাবকেই দায়ী করছে। স্কুলের একাদশ শ্রেণির একাধিক ছাত্রছাত্রীর অভিযোগ, স্কুলে সপ্তাহে তিনদিনের বেশি ক্লাস হয় না। যে তিনদিন ক্লাস হয় সেই দিনগুলিতে ২-১ পিরিয়ডের বেশি হয় না। ফলে তাদের স্বাভাবিক পঠনপাঠন লাটে ওঠার উপক্রম হয়েছে। তারা বলে, স্কুলের প্রধান শিক্ষককে একাধিকবার সপ্তাহের প্রতিদিন ক্লাস নেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে। কিন্তু এই বিষয়ে তিনি কোনো পদক্ষেপ করেননি বলে অভিযোগ। ছাত্রছাত্রীদের প্রধান শিক্ষক টিসি নিয়ে অন্য স্কুলে ভরতি হতে বলেছেন। ছাত্রছাত্রীরা জানায়, নিয়মিত ক্লাস না হওয়ায় পরীক্ষার আগে সিলেবাস সম্পূর্ণ হবে কিনা তা নিয়ে তারা সংশয়ের মধ্যে রয়েছে। অপরদিকে, ছাত্রছাত্রীদের একটা বড়ো অংশ চা বাগানের শ্রমিক পরিবারের ও দুস্থ পরিবারের হওয়ায় অন্য স্কুলে তারা ভরতি হতে পারবে না। ফলে এক চূড়ান্ত অনিশ্চয়তার মধ্যে দিয়েই স্কুলে যেতে বাধ্য হচ্ছে ছাত্রছাত্রীরা। তাদের অভিযোগ, সমস্যার সমাধান না হলে তাদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। ছাত্রছাত্রীরা বলে, তারা অভিযোগপত্রের প্রতিলিপি জেলাশাসক ও জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শককে পাঠাবে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক সমীরণ শিকদার বলেন, স্কুলে একাদশ শ্রেণিতে ৩২০ জন ছাত্রছাত্রী রয়েছে। কিন্তু শিক্ষক রয়েছেন একজন। তিনি আবার দ্বাদশ শ্রেণিরও ক্লাস করান। ফলে এতজন ছাত্রছাত্রীকে একজন শিক্ষক পড়াতে পারছেন না। সব ছাত্রছাত্রীর একসঙ্গে ক্লাস নিতেও সমস্যা হচ্ছে। তাই ওই ক্লাসের মোট পড়ুয়াদের দুই ভাগে ভাগ করে তিনদিন করে ক্লাস করাতে হচ্ছে একপ্রকার বাধ্য হয়ে। তিনি বলেন, স্কুলে শিক্ষক সংখ্যা বাড়ানোর জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের এই সমস্যার কথা বারবার বলা হয়েছে। কিন্তু ছাত্রছাত্রীরা তাদের দাবিতে অনড় থাকায় তাদের বলা হয়েছে অন্য স্কুলে ভরতি হতে। তিনি বলেন, স্কুলে শিক্ষক সংখ্যা বাড়লে আর সমস্যা থাকবে না।

কালচিনির অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক রজতরঞ্জন ঘোষ বলেন, তাঁকে এই বিষয়ে কিছুই জানানো হয়নি। অভিযোগ পেলে খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক। কালচিনির বিডিও লেনড্রুপ শেরপা বলেন, প্রশাসনিক কাজে তিনি ব্লকের বাইরে। অফিসে ফিরে তিনি ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগ খতিয়ে দেখবেন।

স্বেচ্ছাশ্রমে সাঁকো বানালেন যমেরডাঙ্গার বাসিন্দারা

তুফানগঞ্জ, ১১ জুলাই ঃ অন্দরান ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের যমেরডাঙ্গা এলাকায় দীর্ঘদিন থেকে সেতু তৈরির দাবি জানিয়েও কোনো লাভ হয়নি। তাই এবার বাধ্য হয়েই স্বেচ্ছাশ্রমে সাঁকো তৈরিতে উদ্যোগী হলেন স্থানীয় বাসিন্দারা এবং স্থানীয় সদ্য জয়ী পঞ্চায়েত সদস্য। সাঁকো তৈরি হওয়ায় খুশি দুটি গ্রাম।

জানা গিয়েছে, প্রতিবার বর্ষায় যমেরডাঙ্গা গ্রামে সাতবৌনির পাড় এলাকায় সেতু বা কালভার্ট না থাকায় যাতায়াতের সমস্যা দেখা দেয়। গ্রীষ্মকালে জল কমে গেলেও সমস্যার সমাধান হয় না। সমস্যা সমাধানের জন্য বারবার এলাকায় সেতু বা কালভার্ট তৈরির দাবি উঠেছে। কিন্তু কোনোভাবেই দাবিপূরণ হয়নি। তাই বাধ্য হয়ে সাঁকো তৈরির জন্য স্বেচ্ছাশ্রম দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন স্থানীয়রা। সদ্য জয়ী পঞ্চায়েত প্রার্থীর উৎসাহে বুধবার সাঁকো তৈরিতে হাত লাগান স্থানীয়রা। নতুন সাঁকো পেয়ে খুশি গ্রামবাসীরা।

স্থানীয়রা জানান, এই রাস্তা দিয়ে দুই গ্রামের প্রায় এক হাজার মানুষের যাতায়াত। এই রাস্তায় বহু ছাত্রছাত্রীও যাতায়াত করে। স্বাভাবিকভাবে এই এলাকায় স্থায়ী সেতু বা কালভার্টের প্রয়োজন।

স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য ধরণিকান্ত বর্মন জানান, 'এই এলাকায় বিজেপির প্রভাব বেশি। রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে এই এলাকায় উন্নয়ন তেমনভাবে হয়নি। এলাকার সাধারণ মানুষের দাবি ছিল, সাতবৌনির পাড় এলাকায় সেতু বা কালভার্ট তৈরি করা হোক। শাসকদল ক্ষমতায় থাকা সত্ত্বেও এই এলাকায় তাদের নজর নেই। যে কারণেই এদিন স্বেচ্ছাশ্রম দিয়ে এলাকায় সাঁকো তৈরি করা হল। এই সাঁকো তৈরি হওয়ায় খুশি অন্দরান ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের দুটি গ্রামের মানুষ।'

অন্দরান ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন উপপ্রধান বীরেন বর্মন জানান, এলাকায় বিরোধীদের প্রভাব বেশি। তারা আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েতে সাধারণ মানুষের দাবি নিয়ে ভাবেনি। এলাকায় কী প্রয়োজন, তা নিয়েও কোনো মাথাব্যথা তাদের নেই। যে কারণেই এই সমস্যা তৈরি হয়েছে।'–**সংবাদ নিউজ সার্ভিস**

বানানো হচ্ছে সাঁকো। ছবি ঃ রাজীব বসাক

রাস্তা সারাইয়ের দাবিতে হুমকি আন্দোলনের

দেওয়ানহাট, ১১ জুলাই ঃ বর্ষা এলেই ভোগান্তি বাড়ে বলরামপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত শৌলধুকরি গ্রামের ৪০টি পরিবারের। কাঁচারাস্তাই ভোগান্তির কারণ। দীর্ঘদিন দাবি জানিয়েও স্থানীয় প্রশাসনের তরফে কোনো রকম ইতিবাচক পদক্ষেপ না হওয়ায় যারপরনাই বিরক্ত এলাকাবাসী। তাঁরা আন্দোলনে নামার হুমকি দিয়েছেন।

বলরামপুর চৌপথি থেকে নাজিরহাটগামী রাস্তা সংলগ্ন পাগলারপাট থেকে পশ্চিমপাড়া পর্যন্ত কাঁচা রাস্তার বেহাল দশা নিয়েই উঠেছে অভিযোগ। ৮/২৩ নম্বর বুথের অন্তর্গত এই রাস্তার ওপর নির্ভরশীল গ্রামের প্রায় ৪০টি পরিবারের দুই শতাধিক মানুষ। নিত্যদিন নানা কাজে বলরামপুর, নাজিরহাট, তুফানগঞ্জ, জেলা সদর কোচবিহার সহ বিভিন্ন গন্তব্যে যেতে এই রাস্তায় চলাচল অনিবার্য। কিন্তু সংস্কারের অভাবে বেহাল রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে এলাকাবাসীকে।

জনৈক তাইজুল হক, সুবল বর্মন, সঞ্জয় বর্মন, সুকচান বর্মন, রেজাউল হক প্রমুখ ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, সংস্কারের অভাবে বেহাল রাস্তা এখন তাদের চরম ভোগান্তির কারণ। বর্ষার মরশুমে রাস্তায় প্রায় একহাঁটু জলকাদা জমে থাকায় কোনো যানবাহন তো দূরঅস্ত হেঁটে চলাচলই একপ্রকার অসম্ভব। এই বেহাল রাস্তা সংস্কারের জন্য ইতিপূর্বে একাধিকবার স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতে দরবার করলেও ফল মেলেনি বলে দাবি তাঁদের। অবিলম্বে রাস্তা সংস্কার না হলে আন্দোলনে নামবেন তাঁরা।

এ বিষয়ে যোগাযোগ করা হয় পঞ্চায়েত ভোটে জয়ী গণেশ বর্মনের সঙ্গে। এলাকাবাসীর সমস্যার কথা মেনে নিয়ে তিনি বলেন, ইতিমধ্যেই ওখানে ঢালাই রাস্তা তৈরির জন্য প্রাথমিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে বলে তিনি শুনেছেন। বিদায়ি পঞ্চায়েত সদস্যার সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলার পাশাপাশি গ্রাম পঞ্চায়েত দপ্তরেও বিষয়টি নিয়ে খোঁজ নেবেন তিনি।

কলকাতাগামী ট্রেনের দাবিতে স্মারকলিপি

তুফানগঞ্জ, ১১ জুলাইঃ কলকাতাগামী ট্রেন চেয়ে স্মারকলিপি জমা দিল তুফানগঞ্জ মহকুমা ব্যবসায়ী সমিতি। বুধবার তুফানগঞ্জ স্টেশনে মিছিল করে এসে স্মারকলিপি জমা দেন তাঁরা। এদিন এই স্মারকলিপি জমা দেওয়ার কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সমিতির সভাপতি অশোক দে, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জগবন্ধু সাহা এবং গৌতম সরকার প্রমুখ।

তুফানগঞ্জ রেলস্টেশনে স্টেশনমাস্টারের হাতে স্মারকলিপি তুলে দিয়ে ব্যবসায়ীরা জানান, তুফানগঞ্জ মহকুমা ব্যবসায়ী সমিতির বেশিরভাগ ব্যবসায়ী কলকাতা সহ দেশের অন্যান্য পাইকারি বাজারের ওপর নির্ভরশীল। যে কারণে প্রায় প্রতি মাসেই কলকাতা সহ অন্যান্য জায়গায় ছুটতে হয় তাঁদের। তুফানগঞ্জ থেকে কোনো ট্রেন না থাকায় একপ্রকার বাধ্য হয়েই নিউ কোচবিহার থেকে ট্রেনে চাপতে হচ্ছে ব্যবসায়ীদের। নিউ কোচবিহার থেকে তুফানগঞ্জে ব্যবসায়ীদের মাল পৌঁছাতে হলে গুনতে হচ্ছে অতিরিক্ত ভাড়া। স্বাভাবিকভাবেই বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে ব্যবসায়ী মহলে। তুফানগঞ্জের ব্যবসায়ীদের এখন মূল দাবি, দূরপাল্লার ট্রেন চালু হোক তুফানগঞ্জ থেকে। তুফানগঞ্জ রেলস্টেশনের স্টেশনমাস্টার শান্তনু সাহা জানান, 'আমি ব্যবসায়ী সমিতির স্মারকলিপি হাতে পেয়েছি। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে। যা ব্যবস্থা নেওয়ার তা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করবে।'

হলদিবাড়িতে বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস পালিত

হলদিবাড়ি, ১১ জুলাই ঃ বুধবার বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস পালিত হল হলদিবাড়িতে। এই উদ্দেশ্যে এদিন হলদিবাড়ি ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে ট্যাবলো সহ শোভাযাত্রা বের করা হয়। হলদিবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল চত্বর থেকে বের হয় শোভাযাত্রাটি। সেটি শহর ও শহর লাগোয়া বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে। প্রখর রোদ উপেক্ষা করে ছাতা মাথায় আশাকর্মী ও স্বাস্থ্যকর্মীরা এতে অংশগ্রহণ করেন। এরপর হলদিবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে সচেতনামূলক শিবিরের আয়োজন করা হয়।হলদিবাড়ি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক তাপসকুমার দাস জানান, বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস পালন উপলক্ষ্যে একপক্ষকাল ব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। এই সময়ে পরিবার কল্যাণ বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রচার চালানো হবে। প্রচারে জন্মনিয়ন্ত্রণের উপর গুরুত্ব দেওয়া হবে।